রূপগঞ্জে শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে গ্রীন টিভির ক্যামেরাম্যানকে মারধর

রূপগঞ্জে শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে সংবাদিকের ওপর হামলা। ছবি: প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নাওড়া এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রীন টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান শরিয়তউল্লাহ হামলার শিকার হয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাওড়া এলাকার ৬৮/১ ঠিকানায় অবস্থিত নাওড়া মডেল একাডেমি নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে গত রবিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, একাডেমির ভেতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন তথ্য যাচাই করতে সেখানে যান গ্রীন টিভির সংবাদকর্মীরা। ভবনের সামনে পৌঁছালে তারা জানতে পারেন, গ্রীন টিভির অনুসন্ধান টিমের ওপর ইতোমধ্যেই হামলা চালানো হয়েছে এবং তাদের ক্যামেরা ইউনিট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হামলার শিকার ক্যামেরাম্যান শরিয়তউল্লাহ জানান, ভবনের ভেতরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছিল এবং বাইরে দুজন পাহারায় ছিল। ক্যামেরা দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ভেতর থেকে আরও সন্ত্রাসী বের হয়ে আসে।

এর মধ্যে ক্যামেরাম্যানকে লাঞ্ছিত করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গ্রীন টিভির আরেকটি ইউনিট। তবে পুলিশের উপস্থিতিতেই সংবাদ সংগ্রহের সময় দায়িত্বরত ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কা দিয়ে মারধর করা হয়। পরে ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ মুছে ফেলা হয় এবং ক্যামেরাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এ হামলার নেতৃত্ব দেন স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপের কমান্ডিং লিডার শরিয়ত উল্লাহ। আর পুরো গ্রুপটি পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন একই এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক সম্রাট খাড়া মোশারফ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৮ মার্চ রূপগঞ্জের নাওড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে একটি সংবাদ প্রকাশ করে গ্রীন নিউজ। সেই প্রতিবেদনের অনুসন্ধানী ফলোআপ করতে গিয়ে আবারও এলাকায় গেলে হামলার শিকার হন সংবাদকর্মীরা।

ওই সময় ওত পেতে থাকা মোশারফ বাহিনীর সদস্য শরিয়ত উল্লাহসহ ১৪ থেকে ১৫ জন সন্ত্রাসী হঠাৎ করে গ্রীন টিভির ক্যামেরাম্যানের ওপর হামলা চালায় এবং ক্যামেরা ইউনিট ছিনিয়ে নেয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেলেও রূপগঞ্জ থানার এসআই মফিজুল নিজের উপস্থিতির বিষয়টি অস্বীকার করেন।

ঘটনার বিষয়ে রূপগঞ্জথানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

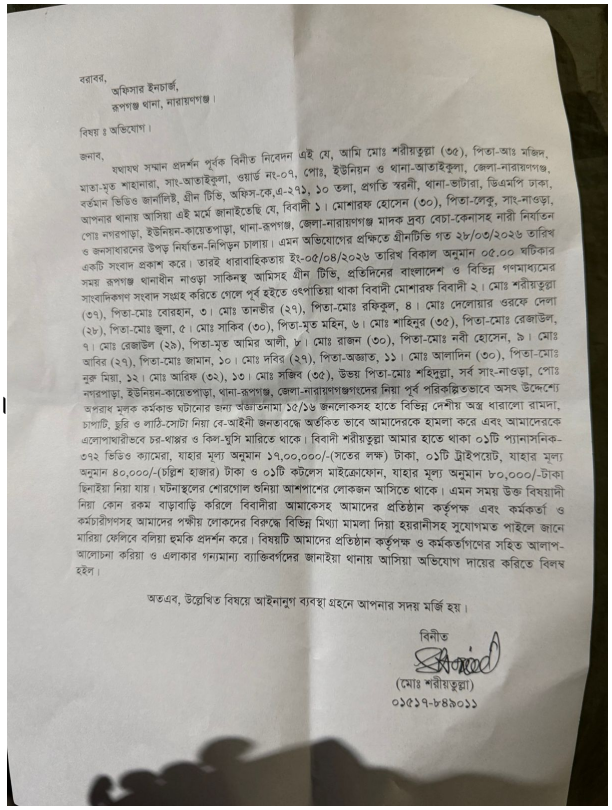

বরাবর,
অফিসার ইনচার্জ,
রূপগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয় ঃ অভিযোগ।

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ শরীয়তুল্লা (৩৫), পিতা-আঃ মজিদ, মাতা-মৃত শাহানারা, সাং-আতাইকুলা, ওয়ার্ড নং-০৭, পোঃ, ইউনিয়ন ও থানা-আতাইকুলা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ, বর্তমান ভিডিও জার্নালিষ্ট, গ্রীন টিভি, অফিস-কে,এ-২৭১, ১০ তলা, প্রগতি স্বরনী, থানা-ভাটারা, ডিএমপি ঢাকা, আপনার থানায় আসিয়া এই মর্মে জানাইতেছি যে, বিবাদী ১। মোশারফ হোসেন (৩০), পিতা-লেকু, সাং-নাওড়া, পোঃ নগরপাড়া, ইউনিয়ন-কায়েতপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ মাদক দ্রব্য বেচা-কেনাসহ নারী নির্যাতন ও জনসাধারনের উপড় নির্যাতন-নিপিড়ন চালায়। এমন অভিযোগের প্রক্ষিতে গ্রীনটিভি গত ২৮/০৩/২০২৬ তারিখ একটি সংবাদ প্রকাশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ইং-০৫/০৪/২০২৬ তারিখ বিকাল অনুমান ০৫.০০ ঘটিকার সময় রূপগঞ্জ থানাধীন নাওড়া সাকিনস্থ আমিসহ গ্রীন টিভি, প্রতিদিনের বাংলাদেশ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলে পূর্ব হইতে ওৎপাতিয়া থাকা বিবাদী মোশারফ বিবাদী ২। মোঃ শরীয়তুল্লা (৩৭), পিতা-মোঃ বোরহান, ৩। মোঃ তানভীর (২৭), পিতা-মোঃ রফিকুল, ৪। মোঃ দেলোয়ার ওরফে দেলা (২৮), পিতা-মোঃ জুলা, ৫। মোঃ সাকিব (৩০), পিতা-মৃত মহিন, ৬। মোঃ শাহিনুর (৩৫), পিতা-মোঃ রেজাউল, ৭। মোঃ রেজাউল (২৯), পিতা-মৃত আমির আলী, ৮। মোঃ রাজন (৩০), পিতা-মোঃ নবী হোসেন, ৯। মোঃ আবির (২৭), পিতা-মোঃ জামান, ১০। মোঃ দবির (২৭), পিতা-অজ্ঞাত, ১১। মোঃ আলাদিন (৩০), পিতা-মোঃ নুরু মিয়া, ১২। মোঃ আরিফ (৩২), ১৩। মোঃ সজিব (৩৫), উভয় পিতা-মোঃ শহিদুল্লা, সর্ব সাং-নাওড়া, পোঃ নগরপাড়া, ইউনিয়ন-কায়েতপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জগংদের নিয়া পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধ মূলক কর্মকান্ড ঘটানোর জন্য অজ্ঞাতনামা ১৫/১৬ জনলোকসহ হাতে বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র ধারালো রামদা, চাপাটি, ছুরি ও লাঠি-সোটা নিয়া বে-আইনী জনতাবদ্ধে অর্তকিত ভাবে আমাদেরকে হামলা করে এবং আমাদেরকে এলোপাথারীভবে চর-থাপ্পর ও কিল-ঘুসি মারিতে থাকে। বিবাদী শরীয়তুল্লা আমার হাতে থাকা ০১টি প্যানাসনিক-৩৭২ ভিডিও ক্যামেরা, যাহার মূল্য অনুমান ১৭,০০,০০০/-(সতের লক্ষ) টাকা, ০১টি ট্রাইপয়েট, যাহার মূল্য অনুমান ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা ও ০১টি কটলেস মাইক্রোফোন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/-টাকা ছিনাইয়া নিয়া যায়। ঘটনাস্থলের শোরগোল শুনিয়া আশপাশের লোকজন আসিতে থাকে। এমন সময় উক্ত বিষয়াদী নিয়া কোন রকম বাড়াবাড়ি করিলে বিবাদীরা আমাকেসহ আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণসহ আমাদের পক্ষীয় লোকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়া হয়রানীসহ সুযোগমত পাইলে জানে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া হুমকি প্রদর্শন করে। বিষয়টি আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গদের জানাইয়া থানায় আসিয়া অভিযোগ দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

অতএব, উল্লেখিত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত
(মোঃ শরীয়তুল্লা)
০১৫১৭-৮৪৯০১১

এ ঘটনায় গ্রীন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে রূপগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।

LENS ASIA